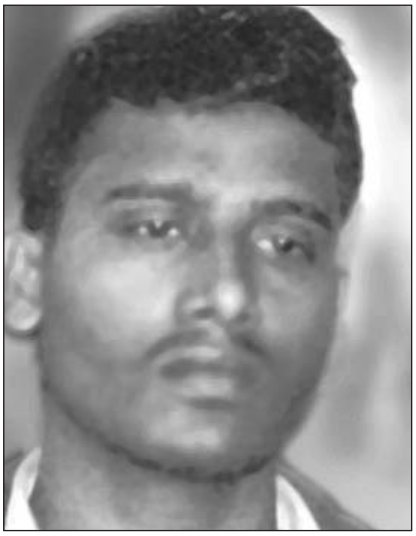

‘আমাদের মিটিংয়ে প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় দারোগা উপস্থিত থাকতো’

আতাউর রহমান সানি
জেএমবি’র সামরিক শাখার প্রধান

ভয়ঙ্কর এক ত্রাসের নাম আবদুর রহমান। তার ছোট ভাই সানি। ধরা পড়েছে আগেই। বর্তমানে র‌্যাবের বিশেষ তত্ত্বাবধানে আছে। দিনভর সেলের মধ্যে থাকে। পাঁচবার নামাজ পড়া ছাড়া যেন আর কিছুই করার নেই। সম্প্রতি আবদুর রহমান ও বাংলা ভাই ধরা পড়েছে। সবার মনোযোগ এখন সে দিকেই। সানি ছিলো জেএমবির প্রধান সামরিক কমান্ডার। গোলাবারুদ, অস্ত্রের খবর থাকতো তার কাছে। বড় ভাই ও দলীয় প্রধান ধরা পড়ার পর বিশেষ ব্যবস্থায় সানির সঙ্গে কথা হয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর...

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনার ভাই তার অনুসারীদের আত্মঘাতী হামলা করতে উদ্বুদ্ধ করতো কিন্তু নিজে করেনি কেন?

সানি : ভাইয়ের কাছে তেমন ব্যবস্থা থাকলে তাই করতো। নিজে বোমা বানাতে পারে না। আমাদের মধ্যে যারা বোমা বানাতে পারে তার অধিকাংশই ধরা পড়েছে। আর দু’চারজন যারা পারে তারা সরে আছে।

২০০০ : আপনারা এমন হিংস্র হয়ে উঠলেন কেন?

সানি : জিহাদে সহিংসতা থাকে। আমরা সফলতা পাইনি বলে আমরা জঙ্গি। সন্ত্রাসী। আজ অনেকে মিটিংয়ে জনসভায় বক্তৃতা করে। আমাদের দোষ দেয়। এদের অনেকেই আমাদের সমর্থন দিতো। বাগমারায় আমরা যখন কাজ শুরু করি তখন সরকারি এমপি, মন্ত্রী আমাদের বাহবা দিয়েছে। সবধরনের সহযোগিতা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দিনে দুবার তিনবার মোবাইল করতো। আমরা বলেছিলাম এই এলাকায় (বাগমারা-আত্রাই) আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আইন চলবে।

স্থানীয় প্রশাসন-পুলিশ-বিডিআর আমাদের আস্তানায় যেতো আশ্রয়ের জন্য। সর্বহারা হিসেবে যাদের ধরা হচ্ছিল, তাদের এলাকার লোকজন নিয়ে ধরা হতো। মাঝে মাঝে পুলিশের কাছে দিতে চাইলে পুলিশই বলতো, ‘খতম করে দেন। সমস্যা হলে আমরা সামলাবো’। আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছি। জেহাদের উদাহরণ হতে চেয়েছি। আমাদের চেষ্টা আল্লা রাব্বুল আলামিন কবুল করেছেন কি না জানি না।

২০০০ : একটু পেছনের কথায় আসি। আপনার বাবার কথা বলুন। আবদুর রহমানের কথা বলুন।

সানি : আমরা কুরাইশ বংশধর। ধর্মপ্রচারের জন্য সেই আরব থেকে এ দেশে আমাদের পূর্ব পুরুষরা আসে। জামালপুর সদর থানার চরশী খলিফা গ্রামে বসতি গড়ে। আমাদের পূর্ব পুরুষের নামেই এ এলাকার নাম খলিফা গ্রাম। আমার দাদার নাম আজিজ ইবনে আব্দুল্লাহ। আব্বার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল। তিনি নখশ বন্ধ তরিকার ছিলেন। দ্বীনদ্বার ও খোদাভীরু লোক ছিলেন। তিনি ‘প্রকৃত ইসলামের ডাক’ নামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির উর্দু সংস্করণ পাকিস্তান, ভারতে এখনও পাওয়া যায়। আমার আব্বাকে দেশের আহলে হাদিসের সবাই মুরুব্বি মানতো। আব্বা ওফাত বরণ করেন ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৩ সালে বড় ভাই মুরুব্বি হন। সারাদেশে আহলে হাদিস আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন। বড় ভাই মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাফসির বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম শায়খ উপাধি পেয়েছেন। তিনি বেশ কিছুদিন মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেছেন। সেখান থেকে এসেই তিনি এ দেশে জেহাদের চিন্তা করেন। দেশে ’৮৩তে এসে সংগঠনে মন দেন। ৩-৪ বছর পর আমরা তখন সংগঠিত ছিলাম না। আব্বার ভক্ত সবচেয়ে বেশি ছিল খুলনা, বাগেরহাট, মংলা ও রাজশাহী অঞ্চলে। জিহাদের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য ভাই তাই এসব স্থানগুলোতেই বেশি প্রাধান্য দেয়।

২০০০ : এ আন্দোলনের জন্য টাকা কোথা থেকে আসতো?

সানি : সারা বিশ্বব্যাপীই আহলে হাদিস আন্দোলন বিস্তৃত। ইসলামের উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে সেই নব্বই দশকই বেছে নেয় বাংলাদেশকে। সেই লক্ষ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে টাকা আসতো। এছাড়াও দেশে সমর্থ আছে এমন বহু আহলে হাদিস আছে তারাও সহায়তা করতো। আমাদের এ আন্দোলনের নিজস্ব ফান্ডে দুই কোটি টাকা ছিলো।

২০০০ : আপনার বড় ভাই আবদুর রহমান কেমন ছিলো। ভাই হিসেবে মন্তব্য করেন।

সানি : ভাইয়া ছোটবেলা থেকেই ধর্মের আনুগত্য করতো। তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী ছিলো। কথা বলতো যুক্তি ভিত্তিক। মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় আবুল আলা মওদুদীর

তাহফিমূল কুরআনের তাত্ত্বিক সাফায়াত করেন। উনি অধিকাংশ সময় দ্বীনের আন্দোলনে নিয়োজিত থাকতেন। প্রকৃত ইসলামের ডাক নামে একটা মাসিক প্রকাশনা ছিলো। দুই পাতার পত্রিকার মতো। বড় ভাই তার সম্পাদনা করতেন। এছাড়া ৩টি বইও প্রকাশ করেছেন। ভাই বলত মানুষের মধ্যে আলোড়ন তুললে, তখন মানুষই বলবে কি করতে হবে। ভাইয়ের ধারণা ছিলো অনেকে সহায়তা দেবে।

২০০০ : আপনি কবে থেকে জেএমবির সামরিক কমান্ডার হলেন?

সানি : বাগমারায় আত্রাই যখন দ্বীনি আইন কায়েম করার সময় আমরা একটা কমিটি করি। সেখানেই আমাকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়।

২০০০ : আপনি বলেছিলেন অনেক এমপি-মন্ত্রী সহায়তা করছে।

সানি : আমার ভাগ্যে রাব্বুল আলামিন কি রেখেছে জানি না। বাগমারা আত্রাই, নওগাঁ, রংপুর, গাইবান্ধাসহ বেশ কয়েকটি জেলায় আমাদের কার্যক্রম জোরেসোরে চলছিল। এমন সময় বাগমারায় আমাদের সমর্থনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী একটা মিটিং করে। পরে আরো দুবার মিটিং হয়। এ মিটিংগুলোতে প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় দারোগারা ছিলো। ওই মিটিংগুলোতে আমি কোনোটিতে উপস্থিত ছিলাম না। বড় ভাইও না। বাংলা ভাই মিটিং করে। নাটোরে একবার মিটিং হয়। সেবার আমার দায়িত্ব ছিলো মাদ্রাসা মোড়ে। প্রতিমন্ত্রী বলছিলো, 'আপনারা দেশের বীর সন্তান, আপনারাই পারবেন দ্বীনের আইন কায়েম করতে।' আমার আব্বার অনেক অনুসারি বাগামরায় থাকে। তাদের সঙ্গে নিয়ে দ্বীন কায়েমের ডাক দিলে এলাকার লোকজন দলে দলে যোগ দেয়। লোকজনের আসার কারণ, আমরা আগেই চিহ্নিত করছিলাম ওই এলাকার প্রধান সমস্যা কি। বুঝলাম সর্বহারা প্রধান সমস্যা। তাই সর্বহারা দমনের নামে হেকমতের সঙ্গে কাজ শুরু হলো। প্রথমে সরকার সমস্যা ছিলো না। অবশ্য তখন আমাদের এমন (দেশ জুড়ে বোমা ফাটানো) পরিকল্পনা ছিলো না। এলাকার সর্বহারাদের ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে গিয়ে কয়েকজন মারা গেলো। যতজনকে মেরেছি মিডিয়া দুই তিন গুণ বাড়িয়ে প্রচার করতে লাগলো। মিডিয়ায় এমনভাবে প্রচার হলো আমরা জাতীয় শত্রু হলাম। ইমানের সে পরীক্ষায় আমরা জেহাদের পরিকল্পনা করলাম। ইচ্ছে ছিলো মিডিয়াকে শিক্ষা দেয়া।

২০০০ : র‍্যাবের তত্ত্বাবধানে আছেন। ওরা আপনাকে কীভাবে প্রশ্ন করে। কোনো নির্যাতন করে কী?

সানি : প্রথম দিকে করতো। এখন করে না। তারা বুঝে গেছে আমার কাছ থেকে আর কিছু নেয়ার নেই।

২০০০ : প্রথম দিকে কীভাবে নির্যাতন করতো? গায়ে হাত দিতো?

সানি : না, গায়ে হাত দিতো না। যেমন ধরেন শুয়ে আছি চোখের ওপর আলো জ্বালিয়ে রাখে, ঘুমে চোখ বন্ধ হলেই ডেকে তোলে। এমনভাবে ঘিরে রাখে এমন কথা কয়। আমার মাথা আউলাইয়া দিছিল। আমার কিছু বলা লাগেনি। তারা বলছে আমি খালি হু হু করছি। আর আমার তথ্য খুব বেশি কাজেও লাগেনি। ভাই ১০-১৫ দিন পর পরই ছক পরিবর্তন করতো। আমরা যোগাযোগ রাখতাম মোবাইলে। কেউ একজন ধরা পড়লে সবাই সিম পরিবর্তন করতো। উত্তরায় আমাদের অত গোলাবারুদ ছিলো না। আমি অবাক হইছি র‍্যাব অত কিছু পেলো কোথা থেকে।

২০০০ : সারা দেশে আপনাদের নেটওয়ার্ক কীভাবে গড়ে তুলেছেন?

সানি : আব্বার অনুসারী সারা দেশেই ছিলো। ভাই জেহাদের পরিকল্পনা করে '৮৫ সালে (১৪০৬ হিজরিতে) সেই উদ্দেশ্যে সারা দেশে সফর করেন।

১৯৮৮ সালে বিহারে যান। সেখানে আব্দুল মতিন সালাফির সঙ্গে দেখা করেন। এছাড়াও পাকিস্তানে কয়েকবার শায়খ আহমদ দীদাত ও পাকিস্তান জামায়াতের আমীর কাজী হোসাইন আহমদের সঙ্গে বৈঠক করেন। শহীদ হাসানুল বান্নার ছেলে সাইফুল ইসলাম বান্না, হামাস নেতা শহীদ ফাতহী শাকাকী, ইসরাইলের কারাগারে বন্দি হামাস নেতা শেখ আহমদ ইয়াছিনের সঙ্গেও ভাইয়ের পরিচয় ছিলো। সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর হাসান আল বশিরের কাছ থেকেও সহায়তা পেয়েছে। এসব নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে দেশের মানুষকে ইসলামী বিপ্লবী চেতনার দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালের মার্চে প্রতিষ্ঠা করেন জামায়াতুল মুজাহেদিন বাংলাদেশ। বাগমারায় আমরা সফলতা পেলাম। বাদ সাধলো মিডিয়া। সর্বহারা কমিউনিস্টদের সঙ্গে পত্রিকার যোগাযোগ ভালো। ওদের লোক মারা পড়ার খবর পত্রিকা বড় করে কাভারেজ দেয়। আবার দেখেন ওরা মানুষ মারে খবরই হয় না। আমাদের একটা রেডিও সেন্টার করার পরিকল্পনা ছিলো। মিডিয়ার এই বাড়াবাড়িতে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলাম। সে সময় পরিকল্পনা করা হয় যেসব স্থানে বেলাল্লাপনা বেশি হয় সেখানে বোমা ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করা। ময়মনসিংহের সিনেমা হল ছিল প্রথম টার্গেট। ২০০৪-এর প্রথম দিকে চিন্তা করা হয় আইনের ওপর হামলা করা হবে। মোস্তফা হাবিব নামে আমাদের এক শূরার সদস্য প্রথম প্রস্তাব করে সারাদেশের আদালতে বোমা ফাটালে কেমন হয়। মোস্তফা ভাই গত বছর কুয়েত চলে গেছেন।

২০০০ : ১৭ আগস্টের পরিকল্পনা কার ছিল?

সানি : সারাদেশের মানুষকে ইসলামী বিপ্লবের ডাক পৌঁছে দেয়ার জন্য এই কাজ করা হয়। ১৭ আগস্ট ভাইয়ের একক সিদ্ধান্ত ছিলো। প্রথমে ৯ সদস্য বিশিষ্ট শূরায় তাগদি আইনের প্রতিবাদে এ কর্মসূচি অনুমোদন দেয়। অবশ্য মংলার ড. লিয়াকত বিরোধিতা করে। ড. লিয়াকত ও ড. গালিব এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তবে তারা বাধা দেবে না এমন কথাও বলে। এরপর অন্যান্য সদস্যদের মতামত নেয়া হয়। ২০০৪ সালে আমাদের অনেক সদস্য বোমাসহ ধরা পড়ে। তখন ভাড়াটে কারিগর দিয়ে বোমা বানানো হচ্ছিল। এরপর আবার পরিকল্পনা করা হয়। ভাইয়ের আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। তিনি খুব একটা বের হয় না। কিন্তু জগতের খবর থাকতো জানা। দিন, বার, সময়ের হিসেব করেই পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভাই কইতো দেশের সব জেলায় আলোড়ন তুলতে হবে। আমরা সে সময় ভাবিনি এমনটি হবে। মানুষের ক্ষতি না করেই বোমা ফাটানোর পরিকল্পনা থাকলেও দুইজন মারা পড়ে। জামাআতুল মুজাহেদিন দেশে ধর্মীয় আন্দোলনে বড় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল।

২০০০ : পলাতক অবস্থায়ও বোমা বিস্ফোরণ করে বিচারকদের মারার চিন্তাটা কে করে।

সানি : সত্যি বলছি আমরা ভ্যাবাচাকা হয়ে গিয়েছিলাম। এসব করা হচ্ছিল দৃষ্টিটা অন্যদিকে সরিয়ে রেখে সেই সুযোগে সীমান্ত পার হওয়া। অথবা গ্রামে হাটে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে থাকা। সুযোগ বুঝে সংগঠিত হওয়া। প্রত্যন্ত গ্রামে আমরা থাকতে পারিনি সর্বহারাদের ভয়ে। তারা আমাদের অনেক সদস্যকে খুন করেছে। আমরা শহরের ভিড়ে গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করতাম। যোগাযোগ রাখতাম মোবাইলে। অনেক ভাষাই ছিলো নিজস্ব। যেমন পুরো সালাম উচ্চারণ করলে বুঝতে হবে জেলা ত্যাগ করেছে। আম্মার শরীর ভালো না অর্থ যে পণ্য পাঠানোর কথা ছিলো তা পাঠাতে দেরি হবে।

খুব অল্প সময় কথা হয় আতাউর রহমান সানির সঙ্গে। স্বাভাবিক ভাবেই সব প্রসঙ্গ আলোচনায় আসেনি। তারপরও যা এসেছে তা থেকে জানা যায়, বোঝা যায় আমাদের রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের বাস্তব চরিত্র।

ফ্রি জব কনসালটেন্সি

যারা ইন্টারনেট চালাতে জানেন এবং নিজ ঘরে কিংবা সাইবার ক্যাফেতে ২/৩ঘন্টা ব্যায় করে মাসে নূন্যতম ৫-১০ হাজার টাকা আয় করতে আগ্রহী তারা বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

www.onlinejobsbd.com

প্রয়োজনে : ০১৮৮-৩৭২৬৩৯